দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAR 13 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ভোকেশনাল শিক্ষক (নন-টেক)-দের ফরিয়াদ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে ৯৫ সাল হইতে এস,এস,সি (ভোকেশনাল) ও ৯৭ সাল হইতে এইচ,এস,সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম চালু হইয়াছে। ইহা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অবশ্যই যুগোপযোগী ও সঠিক পদক্ষেপ। ইহার মাধ্যমে একজন ছাত্র/ছাত্রী এস,এস,সি/এইচ,এস,সি পাস করিবার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বেকারত্বের অভিশাপ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেছে, খুঁজিয়া নিতেছে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার পথ নির্দেশনা। ইতিমধ্যে দেশে ইহার সুফল পড়িতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা যাহারা এস,এস,সি (ভোকেশনাল) ও এইচ,এস,সি(ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নন-টেক, ভাষা শিক্ষক (বাংলা ও ইংরেজী), গণিত/বিজ্ঞান (মানবিক) শিক্ষক, ধর্ম শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত, তাঁহারা আর্থিক বঞ্চনাসহ সামাজিকভাবে অবমূল্যায়নের শিকার। উল্লেখিত পদসমূহে নিয়োগের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। '৯৭ হইতে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক (কলেজ) শ্রেণীতে ক্লাস নিতেছি। অথচ আমাদের বেতন স্কেল ২৫৫০-৫৫০৫ টাকা। শুধু তাহাই নয়, আমাদের পদোন্নতিরও কোন ব্যবস্থা নাই, যাহা সত্যই দুঃখজনক। এমতাবস্থায়, ভি,টি, আই-সমূহে কর্মরত শিক্ষকদের ৪৩০০-৭৭৪০ টাকার বেতন স্কেল প্রদান করিয়া সম্মানের সহিত পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ মজিবুর রহমান,
ভাষা শিক্ষক (বাংলা),
এইচ,এস,সি ভোকেশনাল ট্রেনিং
ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর।